যুগান্তর

তারিখ MAR 16 2002

গণশিক্ষার মডেল লালমনিরহাটে এখনও অক্ষর চেনে না অনেক শিক্ষার্থী : ৩ কোটি টাকা গচ্চা

হাসিবুর রহমান বিলু, *লালমনিরহাট থেকে ফিরে ,*

গণসাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির মডেল লালমনিরহাটে 'সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি' বাস্তবায়নে ব্যয় করা ৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই অপচয় হয়েছে। জেলা প্রশাসনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ কথা স্বীকার করে বলেছেন, '৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার পর যাদের সাক্ষর হিসাবে ঘোষণা করা হয়, তাদের বেশির ভাগই এখনও লিখতে, পড়তে এবং গুনতে পারে না, অথচ এ কর্মসূচির এটাই ছিল মূল লক্ষ্য। এ জেলায় ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের নিরক্ষর ২ লাখ ৭১ হাজার ১৩০ জনকে লেখা, পড়া এবং গণনা শেখানোর জন্য জেলা প্রশাসন ১৯৯৩ সালে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ৩ বছর পর ২ লাখ ৪১ হাজার ১৫২ জনকে সাক্ষর ঘোষণা করে বলা হয় চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি ১৩ হাজার ৭২৯ জন আর পরীক্ষায় অংশই নেয়নি ৮ হাজার ২৩ জন। জেলা প্রশাসন দাবি করে লালমনিরহাটে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ২৪ শতাংশ আর এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর তা বেড়ে হয় ৮৫ শতাংশ। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এ ধরনের কথিত সাফল্যে সরকার খুশি হয়ে লালমনিরহাটকে মডেল ধরে সারাদেশে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। জয়পুরহাটসহ আরও কয়েকটি জেলাকে নিরক্ষর ঘোষণা করার পর গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয়ায় তদন্ত শুরু হয়। গোপন তদন্তে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এ কর্মসূচিতে ব্যয় করা অর্থ অপচয় হচ্ছে আর সে কারণে অনেক জেলাতেই বন্ধ হয়ে যায় সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রম। লালমনিরহাটে গিয়ে দেখা গেছে, নূরুল হক, মতিয়ার ও রহিমা খাতুনের মতো যারা সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে তাদের বেশির ভাগই এখনও জানে না তাদের নাম লিখতে কয়টি এবং কি অক্ষর লাগে। অথচ জেলা প্রশাসন দাবি করে এ কর্মসূচির চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৯৯.৯১ ভাগ। এ-ধরনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে সেসময় জেলা প্রশাসন বরাদ্দ চায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা আর সরকার কোন মূল্যায়ন ছাড়াই বরাদ্দ দেয় ৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। ব্যয় হয় ৩ কোটি যার প্রায় সবটাই হয়েছে অপচয়– এ কথা এখন সরকারি কর্মকর্তারাই বলছেন। লালমনিরহাট সদর উপজেলার খুটামারা গ্রামের হাসান আলীর ছেলে নূরুল হক (২০) জানায়, সে শুধু নাম সাক্ষর করতে পারে তবে তা করতে কি কি অক্ষর লাগে তা তার জানা নেই। সদর উপজেলার তালুকহারটি গ্রামের আহাতউল্লার ছেলে মতিয়ার নামও সাক্ষর করতে পারে না অথচ সে গণশিক্ষা কেন্দ্রে গেছে। গণশিক্ষা কেন্দ্রে গিয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে লালমনিরহাট পৌর এলাকার খুটামারা মহল্লার রহিমা খাতুন (৪৫) জানান, এ কেন্দ্র থেকে তিনি নাম লেখা শিখেছেন, তবে নাম লিখতে কি কি অক্ষর লাগে তা তার জানা নেই। লালমনিরহাট জেলা প্রশাসন দাবি করেছে, সেসময় এ কর্মসূচি সফল করতে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়েছে ১৮ হাজার কর্মী। ৭ হাজার ২৩১টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় ফেল করে মাত্র ৮.১০ শতাংশ শিক্ষার্থী।